দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ JUL 18 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

১৮ বছরে প্রফেসর, ১৫ বছরে সহযোগী॥ মেডিক্যাল শিক্ষা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

কবির আহমেদ খান ॥ মেডিক্যাল কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক যোগ্যতাকে বিবেচনায় নিয়ে এসেছে জোট সরকার। বিএমএ-ড্যাবের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকে যথাযথ ডিগ্রী না থাকা এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে এড়াতে পিএসসির নিয়োগ নীতিমালায় সংযোজন করা হয়েছে নতুন এক বিধি। যার মাধ্যমে জেলা সদর হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজের একজন মেডিক্যাল অফিসার-জুনিয়র কনসালটেন্ট মাত্র ১৮ বছর চাকরি করেই হয়ে যেতে পারবেন অধ্যাপক। আবার ১৫ বছর চাকরি করে হবেন সহযোগী অধ্যাপক। অভিজ্ঞ ও পুরোনো শিক্ষকরা বলছেন, শুধুমাত্র দলীয় লোকদের এসব মর্যাদাশীল পদে বসাতে এই বিধি সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের এহেন অবস্থায় মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে ঠেকেছে। শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা বিএমডিসির হওয়া সত্ত্বেও বিএমডিসি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। পিএসসি ও বিএমডিসিকে পাশ কাটিয়ে বিএমএ ও ড্যাবের পক্ষ

(৩ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

১৮ বছরে প্রফেসর

(প্রথম পাতার পর)

থেকে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নতুন বিধি কার্যকর করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, এফসিপিএস ডিগ্রী (পাঁচ বছরের), এমডি, পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রী থাকতে হয়। সঙ্গে অন্তত পাঁচটি প্রকাশনা থাকা জরুরী। পিএসসির নিয়ম অনুযায়ী সহযোগী অধ্যাপক হতে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে তিন বছরের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অন্যান্য ডিগ্রী বাধ্যতামূলক, সঙ্গে তিনটি প্রকাশনা থাকতে হবে। দীর্ঘদিনের এই নিয়মের সঙ্গে সম্প্রতি জারিকৃত নিয়ম অনুযায়ী ১৮ বছরের সরকারী চাকরি এবং ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলেই সরাসরি অধ্যাপক পদে নিয়োগলাভ করা যাবে। বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষক নিয়োগ বিধির '২ এর ডি' হিসাবে সংযোজিত নিয়ম অনুযায়ী সহযোগী অধ্যাপক হতে ১৫ বছরের সরকারী চাকরি এবং ৮ বছরের শিক্ষকতার (বিএমডিসি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা) অভিজ্ঞতা হলেই চলবে। এ সব ক্ষেত্রে ডিগ্রীর বিষয়গুলো একই রয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, জোট সরকারের শেষ মেয়াদে এসে তড়িঘড়ি করে দলীয় লোকদের বসিয়ে যেতেই এই নতুন ধারা সংযোজন। বিএমএ ও ড্যাব চিকিৎসকদের পুনর্বাসন করতে একজন শিক্ষকের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার সমমান হিসাবে কোন এক মেডিক্যাল কলেজ বা জেলা সদর হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার, জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসাবে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করেই হয়ে যাবেন অধ্যাপক কিংবা সহযোগী অধ্যাপক। যা রীতিমতো বিস্ময়কর। চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করতেই দলীয় দৃষ্টিকোণের এই নিয়ম সংযোজন করে বিএমএ ও ড্যাব মূল ভূমিকা পালন করছে। নিয়োগদান প্রতিষ্ঠান পিএসসিতে বসানো সরকারদলীয়দের মাধ্যমে এই নিয়মের সুযোগে ইতোমধ্যেই প্রায় শতাধিক দলীয় ও অযোগ্যদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগদান করা হয়েছে। সামনে আরও প্রায় চার শ' শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বিএমএর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব বলেন, যেভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে তাতে মেডিক্যাল শিক্ষা এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে ঠেকেছে। সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেই কেবল একজনের অধ্যাপক হওয়া যথার্থ। দলীয় যোগ্যতায় যাঁরা শিক্ষক হন তাঁদের পড়াশোনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা একদমই থাকে না। শিক্ষক হয়ে তাঁরা ছাত্রদের কি পড়াবেন?

সূত্র মতে, ২০০৫ এর ৯ জুলাই এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সংযোজিত এই নিয়ম কার্যকর হয়। নতুন বিধি কার্যকরের পর গত বছরের ডিসেম্বরে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজের জন্য ৭৩ জন অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরবর্তীতে ভাইভা নাটকের মাধ্যমে নেয়া হয় প্রায় শতাধিক। মেডিসিন বিভাগে একজনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়েছে ১০ জনকে। সার্জারি বিভাগের ১১ জনের স্থলে ১৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যদিও মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগে এই নিয়োগের বিরুদ্ধে বঞ্চিত চিকিৎসকরা রিট পিটিশন করলে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়ে নিয়োগপ্রাপ্তদের ও পিএসসিকে শোকজ করেছে।

জানা গেছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসি নতুন সংযোজিত নিয়মও ঠিক মত মানেনি, এমন অনেককে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগের জন্য পিএসসি সুপারিশ করেছে যাঁদের সরকারী চাকরিজীবী হিসাবে ১৮ বছর কিংবা ১৫ বছর এবং শিক্ষক হিসাবে ১২ বা ৮ বছর পর্যন্ত হয়নি। এক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীদের এড়িয়ে সিনিয়র শিক্ষকদের বঞ্চিত করার মাধ্যমে দলীয় ও অযোগ্যদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে জোট সরকারের মতাদর্শের চিকিৎসক, শিক্ষকদের সমমান করে দেয়া হলো অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সঙ্গে। তাঁরা বলছেন, জেলা বা সদর হাসপাতালের একজন জুনিয়র কনসালটেন্ট বা মেডিক্যাল অফিসারকে নিয়মের আওতায় আনলেই বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বা ঢাকা মেডিক্যালের সহযোগী অধ্যাপকের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। নিপসমের কমিউনিটি মেডিসিনের সাবেক অধ্যাপক আব্দুল ওয়াদুদ খান বলেন, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক হতে আগে চল থেকে বড়ো হয়ে যেত এখন কি অবস্থা তা বলার ভাষা নেই। ১৮ বছর সরকারী চাকরি করলেই অধ্যাপক হবে এটা কোনভাবেই ঠিক নয়। এটাকে বৈষম্যমূলক, অসামঞ্জস্যমূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন অনেক শিক্ষক।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০৫ এর ৯ জুলাই জারিকৃত গেজেটে কর্ম কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ নীতিমালায় নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কর্ম কমিশনের ৭ ডিসেম্বরের সভায় কার্য বিবরণীতে দেখা যায়, কর্ম কমিশন আগে এই বিষয়ে অবগত ছিল না। এ ছাড়া কমিশনের দেয়া ক্ষমতা অনুযায়ী কোন সংযোজন বা সংশোধনের কথা উল্লেখ নেই। আর রাষ্ট্রপতি কমিশনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন যদি কমিশনে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। চিকিৎসকদের নিয়োগ ও শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া রয়েছে বিএমডিসিকে (বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যান্ড ডেন্টাল সোসাইটি)। এ ব্যাপারে বিএমডিসির রেজিস্ট্রার ডা. জাহিদুল হক বাসুনিয়া বলেছেন, নতুন বিধির বিষয়ে তাঁদের কিছুই জানা নেই।